গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়ের নাম: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক প্রত্যয়ন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	বাস্তবায়নকাল (অর্থবছর)	সেবার লিংক	বর্তমান অবস্থা
০১.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি যাচাই-বাছাই সহজীকরণ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ নদী তীর সংরক্ষণ, বাঁধ/বেড়ি বাঁধ নির্মাণ/মেরামত, খাল খনন ইত্যাদির কাজে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। সেবাটি সহজিকরণের পূর্বে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রথমবার প্রেরণ করতে প্রায় দীর্ঘ ৮৪দিন সময় ব্যয় হতো। এই দীর্ঘ সময় ব্যয়ের কারন মূলত প্রাক যাচাই না করেই মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি প্রেরণ, সংস্থা হতে মন্ত্রণালয়ে পূনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণে দীর্ঘসূত্রিতা এবং মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় প্রাক যাচাইয়ের জন্য অভিন্ন চেকলিস্ট না থাকা। ডিপিপি যাচাইবাছাই সহজিকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে সময় কমানো হলে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে সঠিক ব্যবস্থাপনায় গতি সঞ্চারের পাশাপাশি স্বচ্ছতা এবং সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ হবে। এই বিদ্যমান পদ্ধতিকে সহজিকরণের মাধ্যমে	সেবাটি কার্যকর রয়েছে	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে	২০২০-২১		চালু রয়েছে

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	বাস্তবায়নকাল (অর্থবছর)	সেবার লিংক	বর্তমান অবস্থা
		বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রথমবার প্রেরণ করতে প্রায় ৩০দিন সময় লাগে।					
০২.	১১তম-২০তম গ্রেডভূক্ত কর্মচারিদের পেনশন ও লামগ্র্যান্ট মঞ্জুরী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সেবা সহজিকরণ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১১তম-২০তম গ্রেডভূক্ত কর্মচারিগণ অবসর গ্রহণের পর এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পেনশন ও লামগ্র্যান্ট মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। কিন্তু পূর্বের মঞ্জুরী প্রক্রিয়ায় প্রায় ১২টি ধাপে ২৩ জন জনবলের সম্পৃক্ততায় দীর্ঘ ২২ দিনে সম্পন্ন হতো। এই বিদ্যমান পদ্ধতিকে সহজিকরণের মাধ্যমে মঞ্জুরী প্রক্রিয়া প্রায় ৭টি ধাপে ১২ জনের সম্পৃক্ততায় মাত্র ১০ দিনে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে ১১তম-২০তম গ্রেডভূক্ত কর্মচারিগণ অবসর গ্রহণের পর দ্রুত পেনশন ও লামগ্র্যান্ট ভোগ করতে পারছেন।	সেবাটি কার্যকর রয়েছে	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে	২০২০-২১		চালু রয়েছে
০৩	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তিন বছর অন্তর অন্তর শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদান করা হয়। কিন্তু পূর্বের প্রক্রিয়ায় কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে আবেদন যথাসময়ে না পাওয়ায় এবং প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ হওয়ায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। পূর্বের প্রক্রিয়াটি ১ম-৯ম কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রায় ২১টি ধাপে ১০ জন জনবলের সম্পৃক্ততায় দীর্ঘ ২০-২৩ দিনে, ১০ম কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রায় ১৬টি ধাপে ৮ জন জনবলের	সেবাটি কার্যকর রয়েছে	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে	২০২১-২২		চালু রয়েছে

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	বাস্তবায়নকাল (অর্থবছর)	সেবার লিংক	বর্তমান অবস্থা
		সম্পৃক্ততায় দীর্ঘ ১৬ দিনে, ১১তম-২০তম কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রায় ১৩টি ধাপে ৮ জন জনবলের সম্পৃক্ততায় দীর্ঘ ১২ দিনে সম্পন্ন হতো। হয়। এই পদ্ধতিকে সহজিকরণের মাধ্যমে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদান প্রক্রিয়াটি ১ম-৯ম কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রায় ১০টি ধাপে ৬ জন জনবলের সম্পৃক্ততায় দীর্ঘ ৭ দিনে, ১০ম কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রায় ১০টি ধাপে ৬ জন জনবলের সম্পৃক্ততায় দীর্ঘ ৬ দিনে, ১১তম-২০তম কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রায় ৮টি ধাপে ৫ জন জনবলের সম্পৃক্ততায় দীর্ঘ ৫ দিনে সম্পন্ন হয়।					
৪	e-Requisition with Inventory Management System	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তা তাদের প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত মন্ত্রণালয়ের স্টোর হতে বিভিন্ন দ্রব্যদির চাহিদাপত্র e-Requisition with Inventory Management System এর মাধ্যমে অনলাইনে প্রেরণ করতে পারবেন।	সেবাটি কার্যকর রয়েছে	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে	২০২০-২১	https://www.mowr.digitalprogressbd.com/login	চালু রয়েছে
৫	Equipment Management System	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ফটোকপি মেশিন ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশের বিবরণী তথ্যের "Equipment Management System" নামে একটি ডিজিটাল রেজিষ্টার উন্নয়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ কখন	সেবাটি কার্যকর রয়েছে	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে	২০২১-২২	https://www.digitalprogressbd.com/ems/login	চালু রয়েছে

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	বাস্তবায়নকাল (অর্থবছর)	সেবার লিংক	বর্তমান অবস্থা
		কত ব্যয়ে ক্রয়/মেরামত করা হয়েছে, Warranty Period সহ ইত্যাদি তথ্য দ্রুত সময়ে বের করা সম্ভব হবে।					
৬	Knowledge Repository/ Online Knowledge Portal	দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা এবং আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদী তীর ভাঙন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, খাল, বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনঃখনন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে। পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মকান্ডগুলি আরো সহজে এবং দক্ষতার সাথে পর্যবেক্ষণের জন্য উক্ত মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি সংগ্রহ করে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেখানে পানি সম্পদ বিষয়ক যেকোন তথ্য পাওয়া যাবে। এই তথ্য ভান্ডারটিকে মূলত নলেজ রিপোজিটরি নাম দেয়া হয়েছে। এতে রয়েছে আইন, নীতি, নিয়ম, নির্দেশিকা, গবেষণা ও প্রকাশনা, রিপোর্ট, পরিকল্পনাসমূহ, চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক,	সেবাটি কার্যকর রয়েছে	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে	২০২২-২৩	http://waterresources.mowr.gov.bd/	চালু রয়েছে

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	বাস্তবায়নকাল (অর্থবছর)	সেবার লিংক	বর্তমান অবস্থা
		মডেল, কর্মশালা এবং সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য। এই নলেজ রিপোজিটরিতে যারা ব্যবহারকারী হবেন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হিসাবে থাকবেন সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, পরিকল্পনাবিদ, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, গবেষক, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রমুখ।					

১১/০৮/২৪

সুজিত হাওলাদার
উপসচিব (প্রশাসন-২ শাখা)
ও সদস্য, ইনোভেশন টিম
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১১/০৮/২০২৪

আব্দুল লতিফ মোল্লা
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
ও চীফ ইনোভেশন অফিসার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়